GGTC Global Center for Good Governance in Tobacco Control
STOP. A GLOBAL TOBACCO INDUSTRY WATCHDOG

ভূমিকা

গত দুই বছর ধরে, বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন দেশের সরকারকে ক্রমশ আগ্রাসী হয়ে ওঠা তামাক কোম্পানির মুখোমুখি হতে হয়েছে, যারা তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতিতে হস্তক্ষেপ করতে বিদ্যমান ঘাটতি ও ফাঁকফোকর কাজে লাগিয়েছে। তামাক কোম্পানিগুলা সরকারের জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার প্রচেষ্টায় তাদেরকে নিবৃত্ত, প্রলুব্ধ, হতাশ অথবা বিভ্রান্ত করেছে।

তামাক কোম্পানিগুলো বিভিন্ন দেশে তাদের হস্তক্ষেপ বৃদ্ধি করেছে, এবং অনেক সরকার তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ যথার্থভাবে প্রতিরোধ কিংবা তামাক নিয়ন্ত্রণকে এগিয়ে নিতে বা শক্তিশালী করতে পারেনি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি)-এর আর্টিকেল ৫.৩ এবং এর বাস্তবায়ন নির্দেশিকা ব্যবহার করে সদস্য রাষ্ট্রসমূহের জনস্বাস্থ্য-নীতি সুরক্ষিত রাখার বাধ্যবাধকতা রয়েছে, যা তাদের জনস্বাস্থ্য নীতিকে বাণিজ্যিক ও অন্যান্য কায়েমি স্বার্থ থেকে সুরক্ষিত রাখার ক্ষমতা প্রদান করে।

তামাক কোম্পানির বৈশ্বিক হস্তক্ষেপ সূচক (সূচক)-এ ১০০টি দেশে জরিপ করা হয়েছে, এবং এতে দেখা গেছে, অনেক দেশের সংসদ সদস্য, রাষ্ট্রপ্রধান এবং মন্ত্রীরা ধারা ৫.৩ অনুযায়ী স্বাস্থ্যবিষয়ক মানবাধিকার সুরক্ষায় নিজেদের দায়িত্ব পালন করেননি। তামাক কোম্পানি তামাক নিয়ন্ত্রণমূলক পদক্ষেপগুলোকে প্রশ্নবিদ্ধ ও বিলম্বিত করতে, কোম্পানির স্বার্থসংশ্লিষ্ট খসড়া আইন উপস্থাপন, অথবা সকল ধরণের তামাক ব্যবহার হ্রাস-সংক্রান্ত প্রমাণভিত্তিক উদ্যোগে সমর্থন না যুগিয়ে তামাক কোম্পানির স্বার্থ হাসিল করতে তাদের প্ররোচিত করে ।

তামাক কোম্পানিগুলো বিশেষভাবে স্বাস্থ্যখাতের বাইরের খাতগুলোকে লক্ষ্যবস্তু করেছিল, প্রলুব্ধ করেছিল এবং তদবির করেছিল, এই কারণে যে এসব খাতের মধ্যে কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ সীমিত করা যখন কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন সে ব্যাপারে সচেতনতার ঘাটতি রয়েছে । কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতার অভাব এবং তাদের অনুদান প্রত্যাখ্যান করতে না পারার কারণে তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এফসিটিসি বাস্তবায়ন এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনের প্রচেষ্টাকে দুর্বল করেছে।

এই হস্তক্ষেপ সূচক হচ্ছে নাগরিক সমাজেরপর্যালোচনা, যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আর্টিকেল ৫.৩ বাস্তবায়নে সরকারগুলো কেমন করছে। ২০২৫ সালের সূচকে হস্তক্ষেপ সংক্রান্ত পরিস্থিতির অবনতির কথা উঠে এসেছে, উন্নতির চাইতে অবনতির স্কোর বেশি। প্রায় অর্ধেক সংখ্যক (৪৬) দেশের বেলায় স্কোরে অবনতির কারণ নীতিনির্ধারণ প্রক্রিয়া থেকে কোম্পানিগুলোকে দূরে রাখতে না পারা, কোম্পানিগুলোর সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে অস্বচ্ছতা, কোম্পানির অনুদান গ্রহণ, সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক কর্মকাণ্ডে (সিএসআর) অংশগ্রহণ করা এবং তাদের সুবিধা প্রদান। অন্যদিকে, অধিকতর স্বচ্ছতা বজায় রাখা, কোম্পানির সাথে অংশীদারিত্ব প্রত্যাখান এবং কোম্পানির সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রক্রিয়া মেনে চলার মাধ্যমে এক-তৃতীয়াংশর বেশি দেশের (৩৪) উন্নতি হয়েছে।

> “এই বছরের সূচকের ফলাফল আমাদের জোরালো তাগিদ দেয় যে তামাক কোম্পানিগুলো শাসনব্যবস্থা ও স্বচ্ছতার ঘাটতিকে কাজে লাগিয়েবিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্যনীতিতেহস্তক্ষেপ করে যাচ্ছে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার আর্টিকেল ৫.৩ সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করে, যোগাযোগের সকল ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে এবং কোম্পানির সকল ধরনের প্রভাবকে প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য রক্ষায় সরকারগুলোর এখনই দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে হবে । কেবল এসব করলেই আমরা অগ্রগতিকে সুরক্ষিত রাখতে পারব এবং প্রমাণভিত্তিক তামাক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিকে কোম্পানির কূটকৌশল রোধ করতে পারব।”
>
> -বিনায়ক প্রসাদ,
> বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

মূল তথ্যসমূহ

১৮টি দেশ আর্টিকেল ৫.৩ অনুযায়ী নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ বা এ বিষয়ে বিদ্যমান খাতভিত্তিক নির্দেশনা বাস্তবায়নে অগ্রগতি অর্জন করেছে। **পেরু** সর্বশেষ দেশ হিসেবে জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনে আর্টিকেল ৫.৩ অন্তর্ভুক্ত করেছে, যান মোট নয়টি দেশ করেছে, অপরদিকে অন্য দেশগুলো তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ থেকে স্বাস্থ্যনীতি সুরক্ষায় নিয়মাবলী, নির্দেশিকা, নির্দেশ বা পরিপত্র জারি করেছে।

২০টিরও বেশি দেশ তামাক কোম্পানির অনুদান নিষিদ্ধ করেছে। দেশগুলো রাজনৈতিক প্রচারণায় তামাক কোম্পানির অনুদান নিষিদ্ধ বা বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। **বতসোয়ানা, বুলগেরিয়া, কানাডা, ইথিওপিয়া, ফ্রান্স, ইসরায়েল, লেবানন, নাইজেরিয়া, ইউক্রেন, উরুগুয়ে এবং ভেনেজুয়েলা রাজনৈতিক অনুদান নিষিদ্ধ করেছে।**

৩২টি দেশ তামাক কোম্পানির কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর) কার্যক্রম নিষিদ্ধ করেছে এবং ৫টি দেশ তাদের অনুদান গ্রহণ করেনি। তামাক কোম্পানি তাদের দাতব্য কার্যক্রমে স্বাস্থ্যখাতের বাইরের সংস্থাগুলোকে লক্ষ্যবস্তু করেছে, সরকারের অগ্রাধিকার কর্মসূচির সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেছে এবং মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যদের প্রভাবিত করেছে।

৪৬টি দেশ তামাক কোম্পানির ক্ষতিহ্রাস সংক্রান্ত বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করেছে এবং ই-সিগারেট ও উত্তপ্ত তামাকজাত পণ্য (হিটেড টোব্যাকো প্রডাক্টস) নিষিদ্ধ করেছে, ফলে তামাক কোম্পানির স্বাভাবিকীকরণ কার্যকরভাবে রোধ করা গেছে। **পানামা ও মেক্সিকোতে** এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের জন্য আদালতে মামলা দায়ের করা হয়েছে। **বেলজিয়াম**, ফিনল্যান্ড ও **ইসরায়েলে** তামাক ও নিকোটিন পণ্যে ফ্লেভার নিষিদ্ধের প্রচেষ্টা ব্যাহত হয়েছে।

১৪টি দেশে সংসদ সদস্যরা তামাক কোম্পানিকে সমর্থন দিয়েছে ও প্রচারণা চালিয়েছে। তারা কোম্পানির স্বার্থ সংশ্লিষ্ট একাধিক খসড়া আইন উত্থাপন করেছেন, এমন মতামত গ্রহণ করেছেন যা আইন গ্রহণ প্রক্রিয়াকে বিলম্বিত করেছে বা তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনকে দুর্বল করার চেষ্টা করেছে, কিংবা এমন আইনের প্রচার করেছেন যা তামাক কোম্পানির উপকারে এসেছে।

কমপক্ষে ১০টি সরকার তামাকজাত পণ্যের ওপর কর বৃদ্ধি বিলম্বিত করেছে বা বাড়ায়নি। **আর্জেন্টিনা, বাংলাদেশ, বুলগেরিয়া, জর্জিয়া, ইসরায়েল, লেবানন, পোল্যান্ড, সুইডেন, তিউনিসিয়া** এবং **ইউক্রেন** কর বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তামাক কোম্পানির চাপের কাছে নতি স্বীকার করেছে। তবে তিনটি সরকার তামাক কোম্পানির চাপ রুখে দিয়ে তামাক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি হিসাবে কর বৃদ্ধিকে সফলভাবে ব্যবহার করেছে।

কমপক্ষে ২০টি সরকার তামাক কোম্পানির সাথে একত্রে কাজ করেছেন। সরকারগুলো চোরাচালান রোধে সমঝোতা স্মারক, প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এবং আইন প্রয়োগমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে তামাক কোম্পানির সঙ্গে একত্রে কাজ করেছে। এদের মধ্যে ১৭টি সরকার এখনো তামাকজাত পণ্যের অবৈধ বাণিজ্য নির্মূল প্রটোকল-এর পক্ষভুক্ত নয়।

সংসদ সদস্য, মন্ত্রীগণ এবং গভর্নররা তামাক কোম্পানির পৃষ্ঠপোষকতায় তাদের স্থাপনায় শিক্ষা সফর করেছেন। ফিলিপ মরিস ইন্টারন্যাশনাল (পিএমআই)-এর সুইজারল্যান্ডের স্থাপনাটি ছিল উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাদের সর্বাধিক পরিদর্শিত স্থাপনা।

ছয়টি সরকার তাদের কূটনৈতিক মিশনকে তামাক কোম্পানির প্রতি সমর্থন প্রকাশের অনুমতি দিয়েছে। জাপান টোব্যাকো ইন্টারন্যাশনাল (জেটিআই) তাদের ব্যবসার প্রসারে অন্তত সাতটি দেশে **(বলিভিয়া, কম্বোডিয়া, মিশর, ইন্দোনেশিয়া, লেবানন, নিকারাগুয়া এবং তানজানিয়া)** জাপান দূতাবাসের সাথে তদবির করেছে।

বেশিরভাগ দেশে তামাক কোম্পানির তদবিরকারীদের কোনো নিবন্ধন তালিকা নেই। অধিকাংশ দেশেই কোম্পানি সংশ্লিষ্ট সংস্থার তালিকা বা তামাক কোম্পানির সঙ্গে বৈঠকের তথ্য প্রকাশের কোনো নিয়ম নেই। **১৪টি দেশে** লবিস্ট নিবন্ধন ব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে।

আর্টিকেল ৫.৩ সম্পর্কে সরকারি বিভাগগুলোর মধ্যে প্রচারণা খুবই সীমিত। কয়েকটি সরকার সচেতনতা বৃদ্ধিতে কাজ করার দাবি করলেও, আর্টিকেল ৫.৩ বিষয়ে সরকারি বিভাগসমূহের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিতে তাদের উদ্যোগ সম্পর্কে প্রকাশ্য তথ্য অপ্রতুল।

চিত্র ১: তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ সম্পর্কিত সামগ্রিক দেশভিত্তিক ক্রমতালিকা

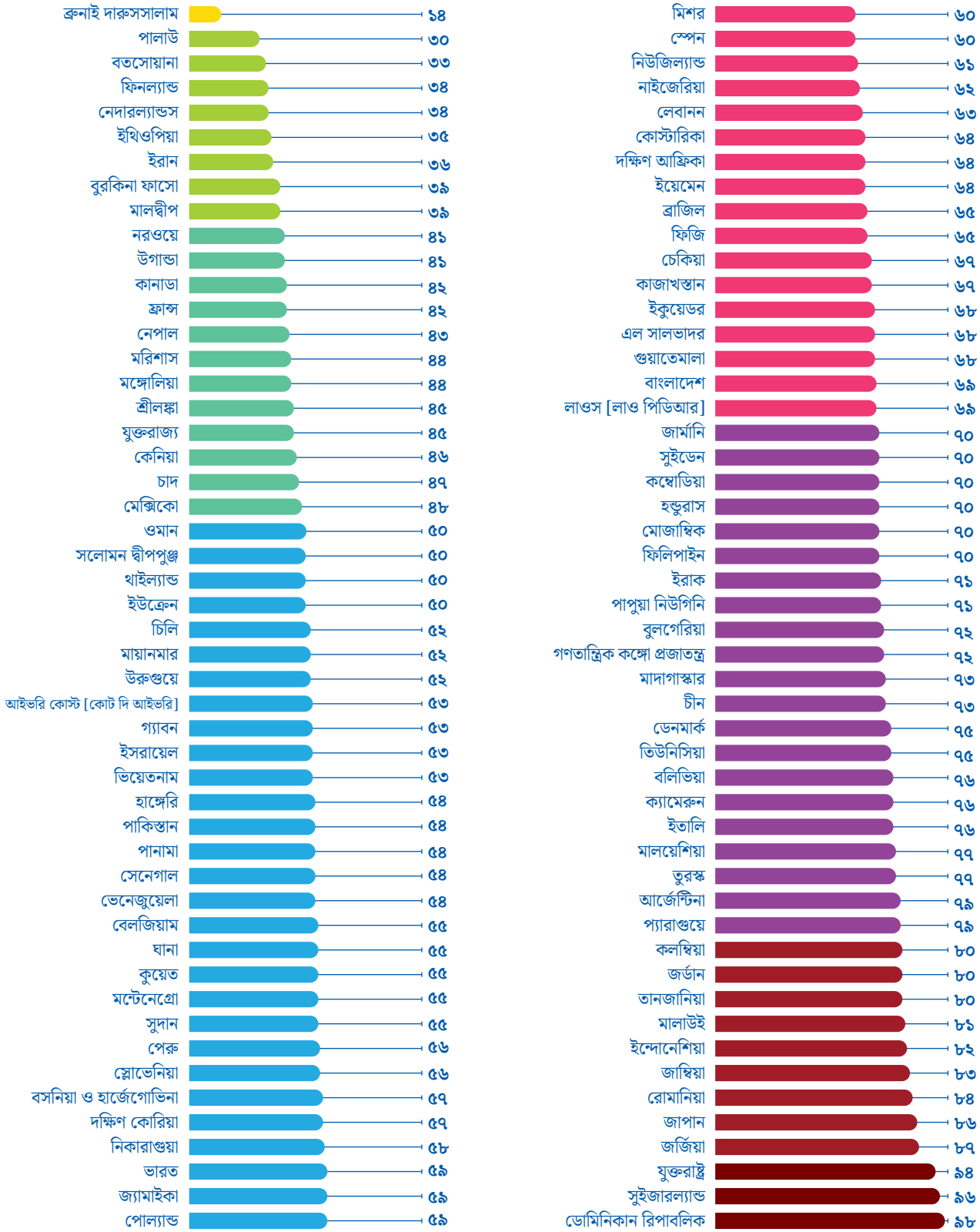

সুপারিশসমূহ

যখন সরকারসমূহ সমন্বিতভাব তামাক কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ শুধুমাত্র জরুরি এমন ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রাখার পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং সেসব যোগাযোগের ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বচ্ছতা বজায় রাখে, তখন তারা কার্যকরভাবে হস্তক্ষেপ নিয়ন্ত্রণ করতে ও জনস্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখতে সক্ষম হয়। যেসব দেশ সুশাসন সংক্রান্ত পদক্ষেপ সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছে, তাদের অভিজ্ঞতা অন্য দেশগুলোর জন্য শ্রেষ্ঠপদ্ধতি হিসেবে কাজ করে।

১. তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ প্রতিরোধে সরকারের সকল বিভাগকে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে। তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ বন্ধ এবং আর্টিকেল ৫.৩ বাস্তবায়নে সরকারকে সমন্বিত ও ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে, যেমনটি ১৮টি দেশের দৃষ্টান্তমূলক কর্মকাণ্ডে সফলভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

২. আর্টিকেল ৫.৩ সম্পর্কিত আইন, বা নির্দেশিকা, বা পরিপত্র বা আচরণবিধি গ্রহণ করতে হবে, যা সকল সরকারি কর্মকর্তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এতে সংসদ সদস্য, রাষ্ট্রপ্রধান এবং মন্ত্রীগণকেও অন্তর্ভুক্ত রাখতে হবে।

৩. জবাবদিহিতা বাড়াতে অধিকতর স্বচ্ছতা প্রয়োজন। তামাক কোম্পানির সঙ্গে আলোচনার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বজায় রাখলে হস্তক্ষেপ হ্রাস পাবে এবং সরকারি কর্মকর্তা ও কোম্পানি উভয়কেই জবাবদিহিতায় আনতে সহায়ক হবে। তামাক কোম্পানির সঙ্গে সব ধরনের যোগাযোগ নথিভুক্ত এবং তা সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত রাখতে হবে। বিপণন ও তদবির কার্যক্রমে তামাক কোম্পানির ব্যয়ের তথ্য প্রকাশ করা বাধ্যতামূলক করা।

৪. রাজনৈতিক প্রচারণাসহ তামাক কোম্পানির অনুদান নিষিদ্ধ করুন। সরকার যখন তামাক কোম্পানির অনুদান গ্রহণ করে, তখন তারা নিজেদের নাজুক করে ফেলে; যা কিছু দেশের পর্যালোচনায় যা উঠে এসেছে, যেখানে সরকার তামাক নিয়ন্ত্রণে ছাড় বা কার্যকর আইনী ব্যবস্থা ঘুরিয়ে দিয়েছে।

৫. পরিবেশগত ক্ষতির জন্য তামাক কোম্পানিকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা। কোম্পানি দ্বারা পরিচালিত পরিচ্ছন্নতা অভিযান ও পুনঃবনায়ন কার্যক্রম সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করুন। মানসম্মত বর্ধিত উৎপাদকের দায়িত্ব কর্মসূচি থেকে তামাক কোম্পানিকে বাদ দিন।

৬. তামাক কোম্পানিকে প্রণোদনা দেয়া বন্ধ করুন। তামাক কোম্পানিকে ব্যবসা পরিচালনার জন্য কোনো অগ্রাধিকার সুবিধা, প্রণোদনা, কর ছাড় বা অন্য কোন রকমের সুবিধা দেওয়া যাবে না, যেটা সরাসরি তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

৭. তামাক কোম্পানির সঙ্গে সর্বপ্রকার সহযোগিতা ও অংশীদারিত্ব প্রত্যাখ্যান করুন। তামাক কোম্পানির সঙ্গে সহযোগিতা করলে বা অংশীদারিত্বে জড়িত হলে, বা অনানুষ্ঠানিক চুক্তির মাধ্যমে সহযোগিতায় সম্মত হলে সরকারগুলো প্রায়শই অসুবিধার মধ্যে পড়ে। সরকার ও তামাক কোম্পানির মধ্যে কোনো ধরনের সহযোগিতার সম্পর্ক থাকা উচিত নয়।

৮. তামাক কোম্পানিকে অস্বাভাবিক করে তুলুন। তামাক কোম্পানিএকটি স্বতন্ত্র ও ব্যতিক্রমী খাত, যার মূল ব্যবসা মানবাধিকারের সঙ্গে অসমঞ্জস্যপূর্ণ এবং একাধিক টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টকে দুর্বল করে। তামাকের সাথে সম্পর্কিত সকল কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর) কার্যক্রম নিষিদ্ধ করুন। কোম্পানির স্থাপনায় সব ধরনের শিক্ষা সফর প্রত্যাখ্যান করুন।

Citation: Assunta M. Global Tobacco Industry Interference Index 2025. Global Center for Good Governance in Tobacco Control (GGTC). Bangkok, Thailand. Nov. 2025.